रजिस्ट्री सं डी-221

Registered No. D-211

रेजिस्ट्री नं डि-२२१

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

ভারতের গেজেট
असाधारण
EXTRAORDINARY
বিশেষ

भाग VII—अनुभाग 1

PART VII—Section 1

ভাগ ৭—অনুভাগ ১

प्राधिकार से प्रकाशित

Published by Authority

প্রাধিকারবলে প্রকাশিত

सं 11	नई दिल्ली, शुक्रबार, नभेम्बर, 27, 2020	[अग्रहायण 6, 1942 शक
No. 11	NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 27, 2020	[AGRAHAYANA 6, 1942 (SAKAY)
নং 11	নতুন দিল্লী, শুক্রবার, ২৭শে নভেম্বর, ২০২০	[৬ই অগ্রহায়ণ, ১৯৪২(শক)

বিধি ও ন্যায় মন্ত্রণালয়
(বিধান বিভাগ)

নতুন দিল্লী, ২১শে আগস্ট, ২০২০/৩০শে শ্রাবণ, ১৯৪২(শক)

(১) দি ক্যারেজ বাই রোড অ্যাক্ট, ২০০৭ (২০০৭-এর ৪১),

(২) দি মেনটেনান্স অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার অফ পেরেন্টস অ্যান্ড সিনিয়র সিটিজেন্স অ্যাক্ট, ২০০৭ (২০০৭-এর ৫৬),

(৩) দি ল্যান্ড পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট, ২০১০ (২০১০-এর ৩১),

(৪) দি ইউনিয়ন টেরিটরি গুড্‌স্ অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্যাক্স অ্যাক্ট, ২০১৭ (২০১৭-এর ১৪) এবং

(৫) দি ইন্ডিয়ান ইন্‌স্টিটিউট্‌স অফ ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট, ২০১৭ (২০১৭-এর ৩৩)-এর

বঙ্গানুবাদ এতদ্দ্বারা রাষ্ট্রপতির প্রাধিকারাধীন প্রকাশিত হইতেছে এবং তৎসমূহ প্রাধিকৃত পাঠ (কেন্দ্রীয় বিধি) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩-এর ৫০)-এর ২ ধারার (ক) প্রকরণ অনুযায়ী প্রাধিকৃত পাঠরূপে গণ্য হইবে।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

New Delhi, Dated, the 21st August, 2020/ 30 Sravana, 1942 (Saka)

The translations in Bengali of the following, namely:

(1) The Carriage by Road Act, 2007 (41 of 2007),

(2) The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 (56 of 2007),

(3) The Land Ports Authority of India Act, 2010 (31 of 2010),

(4) The Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017) and

(5) The Indian Institutes of Management Act, 2017 (33 of 2017),

are hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative texts thereof in Bengali under clause (a) of Section 2 of the Authoritative Texts (Central Laws) Act, 1973 (50 of 1973).

———

পিতামাতা ও জ্যেষ্ঠ নাগরিকগণের ভরণপোষণ ও কল্যাণ আইন, ২০০৭

(২০০৭-এর ৫৬ নং আইন)

[২৪শে ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখে যথা-বিদ্যমান]

সংবিধান অনুযায়ী প্রত্যাভূত ও স্বীকৃত পিতামাতা ও জ্যেষ্ঠ নাগরিকগণের ভরণপোষণ ও কল্যাণের নিমিত্ত অধিকতর কার্যকরী বিধানাবলীর জন্য এবং তৎসংশ্লিষ্ট বা তদানুষঙ্গিক বিষয়সমূহের জন্য ব্যবস্থা করণার্থ আইন।

ভারত সাধারণতন্ত্রের অষ্টপঞ্চাশৎ বর্ষে সংসদ কর্তৃক নিম্নরূপে বিধিবদ্ধ হইল:—

অধ্যায় ১

প্রারম্ভিক

সংক্ষিপ্ত নাম, প্রসার,প্রয়োগ, ও প্রারম্ভ।

১। (১) এই আইন পিতামাতা ও জ্যেষ্ঠ নাগরিকগণের ভরণপোষণ ও কল্যাণ আইন, ২০০৭ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র ভারতে প্রসারিত হইবে এবং ইহা ভারতের বাহিরে ভারতীয় নাগরিকগণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ইহা রাজ্য সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্দিষ্ট করিবেন কোন রাজ্যে সেই তারিখে বলবৎ হইবে।

সংজ্ঞার্থ।

২। এই আইনে, প্রসঙ্গতঃ অন্যথা আবশ্যক না হইলে, ——

(ক) ''সন্তান'' পুত্র, কন্যা, পৌত্র ও পৌত্রীকে অন্তর্ভুক্ত করে কিন্তু উহা কোন নাবালককে অন্তর্ভুক্ত করে না;

(খ) ''ভরণপোষণ'' খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান এবং ডাক্তারি পরিচর্যা ও চিকিৎসার ব্যবস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করে ;

(গ) ''নাবালক'' বলিতে এরূপ কোন ব্যক্তিকে বুঝায় যে ইন্ডিয়ান মেজরিটি অ্যাক্ট, ১৮৭৫-এর বিধানাবলী অনুযায়ী প্রাপ্ত বয়সে উপনীত হয় নাই বলিয়া গণ্য হয়; ১৮৭৫-এর ৯।

(ঘ) ''পিতামাতা'' বলিতে, ক্ষেত্রানুযায়ী, পিতাকে বা মাতাকে বুঝায়, তিনি জন্মসূত্রে হউন, দত্তক গ্রহণ সূত্রে হউন অথবা বিপিতা বা বিমাতা যাহাই হউন, ঐ পিতা বা ঐ মাতা জ্যেষ্ঠ নাগরিক হউন বা না হউন;

(ঙ) ''বিহিত'' বলিতে রাজ্য সরকার কর্তৃক এই আইন অনুযায়ী প্রণীত নিয়মাবলী দ্বারা বিহিত বুঝায়;

(চ) ''সম্পত্তি'' বলিতে যেকোন প্রকারের সম্পত্তি, তাহা স্থাবর বা অস্থাবর, বংশানুক্রমিক বা স্বোপার্জিত, মূর্ত বা অমূর্ত যাহাই হউক না কেন তাহাকে বুঝায় এবং উহা ঐ সম্পত্তিতে অধিকার বা স্বার্থকে অন্তর্ভুক্ত করে;

(ছ) ''আত্মীয়'' বলিতে কোন নিঃসন্তান জ্যেষ্ঠ নাগরিকের এরূপ কোন বৈধিক উত্তরাধিকারীকে বুঝায় যিনি নাবালক নহেন এবং যিনি তাঁহার সম্পত্তির দখলে থাকেন অথবা তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবেন;

(জ) ''জ্যেষ্ঠ নাগরিক'' বলিতে ভারতের নাগরিক এরূপ কোন ব্যক্তিকে বুঝায় যিনি ষাট বৎসর বা তদূর্ধ্ব বয়স্ক হইয়া থাকেন;

(ঝ) কোন সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্র সম্পর্কে ''রাজ্য সরকার'' বলিতে সংবিধানের ২৩৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নিযুক্ত উহার প্রশাসককে বুঝায়;

(ঞ) ''ট্রাইব্যুনাল'' বলিতে ৭ ধারা অনুযায়ী গঠিত ভরণপোষণ ট্রাইব্যুনাল বুঝায়;

(ট) "কল্যাণ" বলিতে জ্যেষ্ঠ নাগরিকগণের জন্য আবশ্যক খাদ্য, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, বিনোদন কেন্দ্র ও অন্যবিধ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থাকে বুঝায়।

এই আইনের অভিভাবী কার্যকারিতা থাকিবে।

৩। এই আইনের বিধানাবলীর, এই আইন ভিন্ন অন্য কোন অধিনিয়মে অথবা এই আইন ভিন্ন অন্য কোন অধিনিয়মের বলে কার্যকারিতাপ্রাপ্ত কোন সাধনপত্রে এতৎসহিত অসমঞ্জস যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও কার্যকারিতা থাকিবে।

অধ্যায় ২

পিতামাতা ও জ্যেষ্ঠ নাগরিকগণের ভরণপোষণ

পিতামাতা ও জ্যেষ্ঠ নাগরিকগণের ভরণপোষণ।

৪। (১) পিতামাতা সমেত এরূপ কোন জ্যেষ্ঠ নাগরিক যিনি স্বীয় উপার্জন হইতে অথবা স্বীয় মালিকানাধীন সম্পত্তি হইতে নিজের ভরণপোষণ করিতে অসমর্থ হন তিনি,—

(i) যেক্ষেত্রে পিতামাতা বা পিতামহ-পিতামহী সেক্ষেত্রে, নাবালক নহে তাঁহার এরূপ এক বা একাধিক সন্তানের বিরুদ্ধে;

(ii) যেক্ষেত্রে একজন নিঃসন্তান জ্যেষ্ঠ নাগরিক সেক্ষেত্রে, (২) ধারার (ছ) প্রকরণে যেরূপ উল্লিখিত আছে তাঁহার সেরূপ আত্মীয়ের বিরুদ্ধে;

৫ ধারা অনুযায়ী কোন আবেদন করিবার অধিকারী হইবেন।

(২) একজন জ্যেষ্ঠ নাগরিকের ভরণপোষণ করিবার জন্য, ক্ষেত্রানুযায়ী, তাঁহার সন্তান বা আত্মীয়ের দায়িত্ব যতদূর পর্যন্ত ঐরূপ জ্যেষ্ঠ নাগরিকের প্রয়োজন হইবে ততদূর পর্যন্ত প্রসারিত হইবে যাহাতে ঐ জ্যেষ্ঠ নাগরিক স্বাভাবিক জীবনযাপন করিতে পারেন।

(৩) নিজের পিতামাতার ভরণপোষণ করিবার সন্তানের দায়িত্ব যতদূর পর্যন্ত ঐ পিতামাতার অর্থাৎ, ক্ষেত্রানুযায়ী, পিতার বা মাতার বা উভয়েরই প্রয়োজন হইবে ততদূর পর্যন্ত প্রসারিত হইবে যাহাতে ঐ পিতামাতা স্বাভাবিক জীবন যাপন করিতে পারেন।

(৪) কোন ব্যক্তি যিনি একজন জ্যেষ্ঠ নাগরিকের আত্মীয় ও পর্যাপ্ত সঙ্গতিপন্ন, তিনি ঐ জ্যেষ্ঠ নাগরিকের সম্পত্তির দখলে থাকিলে বা তিনি ঐ জ্যেষ্ঠ নাগরিকের সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করিবেন এরূপ হইলে, তিনি ঐ জ্যেষ্ঠ নাগরিকের ভরণপোষণ করিবেন।

তবে যেক্ষেত্রে একাধিক আত্মীয় কোন জ্যেষ্ঠ নাগরিকের সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করিবার অধিকারী হন সেক্ষেত্রে যে অনুপাতে ঐ আত্মীয়গণ তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করিবেন তৎকর্তৃক সেই অনুপাতে ভরণপোষণ খরচ প্রদেয় হইবে।

ভরণপোষণের আবেদন।

৫। (১) ৪ ধারা অনুযায়ী ভরণপোষণের আবেদন —

(ক) ক্ষেত্রানুযায়ী, কোন জ্যেষ্ঠ নাগরিক বা কোন পিতামাতা কর্তৃক কৃত হইবে; অথবা

(খ) তিনি অক্ষম হইলে তৎকর্তৃক প্রাধিকৃত অন্য যেকোন ব্যক্তি বা সংগঠন কর্তৃক কৃত হইবে; অথবা

(গ) ট্রাইব্যুনাল স্বতঃপ্রণোদিতভাবে প্রগ্রহণ করিতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা।— এই ধারার প্রয়োজনে "সংগঠন" বলিতে সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট, ১৮৬০, বা তৎসময়ে বলবৎ অন্য কোন বিধি অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকৃত কোন স্বেচ্ছাসেবী পরিমেল বুঝায়। ১৮৬০-এর ২১।

(২) ট্রাইব্যুনাল, এই ধারা অনুযায়ী ভরণপোষণের জন্য মাসিক ভাতা সম্পর্কিত কার্যবাহ বিচারাধীন থাকাকালীন, পিতামাতা সমেত ঐরূপ জ্যেষ্ঠ নাগরিকের অন্তর্বর্তীকালীন

ভরণপোষণের নিমিত্ত কোন মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করিবার জন্য এবং ট্রাইব্যুনাল সময়ে সময়ে যেরূপ নির্দেশ দিবেন পিতামাতা সমেত ঐরূপ জ্যেষ্ঠ নাগরিককে উহা প্রদান করিবার জন্য ঐ সন্তান বা আত্মীয়কে আদেশ দিতে পারিবেন।

(৩) (১) উপধারা অনুযায়ী ভরণপোষণের কোন আবেদন প্রাপ্ত হইয়া ট্রাইব্যুনাল সন্তান বা আত্মীয়গণকে ঐ আবেদনের নোটিস দিবার পর এবং পক্ষগণকে বক্তব্য শুনাইবার সুযোগ দিবার পর ভরণপোষণের অর্থপরিমাণ নির্ধারণের জন্য অনুসন্ধান করিতে পারিবেন।

(৪) ভরণপোষণ খরচ ও কার্যবাহের ব্যয় বাবদ মাসিক ভাতার জন্য (২) উপধারা অনুযায়ী দাখিলীকৃত আবেদনের নিষ্পত্তি, ঐরূপ ব্যক্তিকে ঐ আবেদনের নোটিস প্রদানের তারিখ হইতে নব্বই দিনের মধ্যে কৃত হইবে :

তবে ট্রাইব্যুনাল ব্যতিক্রমী অবস্থাধীনে কারণ অভিলিখিত করিয়া উক্ত সময়সীমা একবার সর্বাধিক ত্রিশ দিন সময়সীমার জন্য বর্ধিত করিতে পারিবেন।

(৫) (১) উপধারা অনুযায়ী ভরণপোষণের আবেদন এক বা একাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে দাখিল করা যাইবে:

তবে ঐ সন্তান বা আত্মীয় ভরণপোষণের আবেদনে পিতামাতার ভরণপোষণের দায়িতাধীন অন্য ব্যক্তিকে পক্ষ করিতে পারিবেন।

(৬) যেক্ষেত্রে একাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে ভরণপোষণের আদেশ প্রদত্ত হইয়া থাকে সেক্ষেত্রে তাঁহাদের মধ্যে কোন একজনের মৃত্যু ভরণপোষণ খরচ অব্যাহতভাবে প্রদান করিবার ক্ষেত্রে অন্যদের দায়িতাকে ক্ষুণ্ণ করিবে না।

(৭) ভরণপোষণ-খরচ ও কার্যবাহের ব্যয়ের জন্য ঐরূপ কোন ভাতা আদেশের তারিখ হইতে, অথবা তৎমর্মে আদিষ্ট হইলে, ক্ষেত্রানুযায়ী, ভরণপোষণ খরচ বা কার্যবাহের ব্যয়ের জন্য আবেদনের তারিখ হইতে প্রদেয় হইবে।

(৮) যদি তৎমর্মে আদিষ্ট সন্তান বা আত্মীয় পর্যাপ্ত কারণ ব্যতীত ঐ আদেশ পালনে ব্যর্থ হন তাহাহইলে ঐরূপ কোন ট্রাইব্যুনাল, ঐ আদেশের প্রত্যেক লঙ্ঘনের জন্য, জরিমানা উদ্‌গ্রহণের জন্য ব্যবস্থিত প্রণালীতে প্রাপ্য অর্থপরিমাণ উদ্‌গ্রহণের উদ্দেশ্যে একটি ওয়ারেন্ট জারি করিবেন এবং ঐ ওয়ারেন্ট নিষ্পাদনের পর ভরণপোষণ খরচ ও কার্যবাহের ব্যয়ের জন্য অপ্রদত্ত থাকিয়া যাওয়া, ক্ষেত্রানুযায়ী, প্রত্যেক সম্পূর্ণ বা আংশিক মাসিক ভাতার জন্য ঐ ব্যক্তিকে এক মাস পর্যন্ত হইতে পারে এরূপ অথবা শীঘ্র প্রদত্ত হইলে অর্থপ্রদান না করা পর্যন্ত, এতদুভয়ের মধ্যে যাহা পূর্বতর হইবে সেরূপ মেয়াদের জন্য কারাবাসে দণ্ডিত করিতে পারিবেন :

তবে এই ধারা অনুযায়ী প্রাপ্য কোন অর্থপরিমাণ আদায়ের জন্য কোন ওয়ারেন্ট জারি করা হইবে না যদি না যে তারিখে উহা প্রাপ্য হইয়াছে সেই তারিখ হইতে তিন মাসের কোন সময়সীমার মধ্যে ঐরূপ অর্থপরিমাণ উদ্‌গ্রহণের জন্য ট্রাইব্যুনালের নিকট আবেদন কৃত হয়।

ক্ষেত্রাধিকার ও প্রক্রিয়া।

৬। (১) কোন সন্তান বা আত্মীয়ের বিরুদ্ধে ৫ ধারা অনুযায়ী কোন কার্যবাহ এরূপ কোন জেলায় গৃহীত হইবে —

(ক) যথায় তিনি বসবাস করেন বা শেষ বসবাস করিতেন; অথবা

(খ) যথায় সন্তান বা আত্মীয় বসবাস করেন।

(২) ৫ ধারা অনুযায়ী আবেদন প্রাপ্তির পর, ট্রাইব্যুনাল, যে সন্তান বা আত্মীয়ের বিরুদ্ধে আবেদন দায়ের করা হইয়াছে তাঁহার উপস্থিতি উপলব্ধ করিবার জন্য একটি পরোয়ানা জারি করিবেন।

(৩) সন্তান বা আত্মীয়ের হাজিরা সুনিশ্চিত করিবার জন্য ট্রাইব্যুনালের ফৌজদারী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯৭৩-এ যথাব্যবস্থিত প্রথম শ্রেণির বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা থাকিবে। ১৯৪৭-এর ২।

(৪) ঐরূপ কার্যবাহের সকল সাক্ষ্য যে সন্তান বা আত্মীয়ের বিরুদ্ধে ভরণপোষণ-খরচ প্রদান করিবার কোন আদেশ প্রদত্ত হইবার জন্য প্রস্তাবিত হইয়াছে তাহাদের উপস্থিতিতে গৃহীত হইবে ও সমন মামলাসমূহের জন্য বিহিত প্রণালীতে অভিলিখিত হইবে :

তবে ট্রাইব্যুনালের যদি এরূপ প্রতীতি হয় যে, যে সন্তান বা আত্মীয়ের বিরুদ্ধে ভরণপোষণ-খরচ প্রদানের কোন আদেশ প্রদত্ত হইবার জন্য প্রস্তাবিত হইয়াছে তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে সমন নিষ্পাদন এড়াইতেছেন বা ট্রাইব্যুনালের সমক্ষে হাজিরা দিতে ইচ্ছাকৃতভাবে অবহেলা করিতেছেন তাহাহইলে, ট্রাইব্যুনাল, একতরফা ঐ মামলার শুনানীর ও মীমাংসার জন্য অগ্রসর হইতে পারিবেন।

(৫) যেক্ষেত্রে সন্তান বা আত্মীয় ভারতের বাহিরে বসবাস করিতেছেন সেক্ষেত্রে, কেন্দ্রীয় সরকার সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এতৎপক্ষে যেরূপ বিনির্দিষ্ট করিবেন, ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক সেরূপ প্রাধিকারের মাধ্যমে সমন জারিকৃত হইবে।

(৬) ট্রাইব্যুনাল, ৫ ধারা অনুযায়ী কোন আবেদনের শুনানীর পূর্বে, উহা কোন সালিশী আধিকারিকের নিকট প্রেষণ করিতে পারিবেন এবং ঐরূপ সালিশী আধিকারিক এক মাসের মধ্যে স্বীয় নির্ণয় পেশ করিবেন এবং আপস নিষ্পত্তিতে উপনীত হওয়া গেলে ট্রাইব্যুনাল সেই মর্মে একটি আদেশ প্রদান করিবেন।

ব্যাখ্যা। — এই উপধারার প্রয়োজনে "সালিশী আধিকারিক" বলিতে ৫ ধারার (১) উপধারার ব্যাখ্যায় উল্লিখিত সংগঠনের কোন ব্যক্তিকে বা প্রতিনিধিকে অথবা রাজ্য সরকার কর্তৃক ১৮ ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী নামোদ্দিষ্ট ভরণপোষণ আধিকারিকগণকে অথবা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে মনোনীত অন্য কোন ব্যক্তিকে বুঝায়।

ভরণপোষণ ট্রাইব্যুনাল গঠন।

৭। (১) রাজ্য সরকার ৫ ধারা অনুযায়ী ভরণপোষণের আদেশ সম্পর্কে বিচার-নির্ণয় ও মীমাংসা করিবার উদ্দেশ্যে, এই আইন প্রারম্ভের তারিখ হইতে ছয় মাসের কোন সময়সীমার মধ্যে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ঐ প্রজ্ঞাপনে যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে, প্রতিটি মহকুমার জন্য সেরূপ এক বা একাধিক ট্রাইব্যুনাল গঠন করিবেন।

(২) রাজ্য মহকুমা আধিকারিকের নিম্নপদস্থ নহেন এরূপ একজন আধিকারিক ঐরূপ ট্রাইব্যুনালের সভাপতিত্ব করিবেন।

(৩) যেক্ষেত্রে কোন অঞ্চলের জন্য দুই বা ততোধিক ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয় সেক্ষেত্রে রাজ্য সরকার, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, তাহাদের মধ্যে কার্যাদির বণ্টন প্রনিয়ন্ত্রিত করিবেন।

অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত প্রক্রিয়া।

৮। (১) ৫ ধারা অনুযায়ী কোন অনুসন্ধান করিবার কালে, ট্রাইব্যুনাল, রাজ্য সরকার কর্তৃক এতৎপক্ষে যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ কোন নিয়মাবলী সাপেক্ষে, উহা যেরূপ উপযুক্ত গণ্য করিবেন সেরূপ সংক্ষিপ্ত প্রক্রিয়া অনুসরণ করিতে পারিবেন।

(২) ট্রাইব্যুনালের শপথপূর্বক সাক্ষ্যগ্রহণের, সাক্ষীগণের হাজিরা বলবৎকরণের, দস্তাবেজসমূহের ও গুরুত্বপূর্ণ বস্তুসমূহের উদ্‌ঘাটন ও উপস্থাপন বাধ্যকরণের এবং যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ অন্যান্য উদ্দেশ্যে দেওয়ানী আদালতের সকল ক্ষমতা থাকিবে; এবং ট্রাইব্যুনাল ফৌজদারী প্রক্রিয়া সংহিতা ১৯৭৩-এর ১৯৫ ধারা ও অধ্যায় ২৬-এর সকল উদ্দেশ্যে দেওয়ানী আদালতরূপে গণ্য হইবেন। ১৯৭৪-এর ২।

(৩) এতৎপক্ষে যেরূপ প্রণীত হইবে সেরূপ কোন নিয়ম সাপেক্ষে, ট্রাইব্যুনাল, ভরণপোষণের কোন দাবী সম্পর্কে বিচার-নির্ণয় ও মীমাংসা করিবার উদ্দেশ্যে, উহাকে অনুসন্ধান চালাইয়া যাইতে সহায়তা করিবার জন্য অনুসন্ধান সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক কোন বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন এক বা একাধিক ব্যক্তিকে বাছাই করিতে পারিবেন।

ভরণপোষণের আদেশ।

৯। (১) যদি, ক্ষেত্রানুযায়ী, সন্তান বা আত্মীয়গণ স্বীয় ভরণপোষণে অসমর্থ কোন জ্যেষ্ঠ নাগরিকের ভরণপোষণ করিতে অবহেলা করেন বা অস্বীকার করেন তাহাহইলে ট্রাইব্যুনাল, ঐরূপ অবহেলা বা অস্বীকৃতি সম্পর্কে প্রতীত হইলে, ঐ সন্তান বা আত্মীয়কে, ঐ জ্যেষ্ঠ নাগরিকের ভরণপোষণের জন্য ট্রাইব্যুনাল যেরূপ উপযুক্ত গণ্য করিবেন সেরূপ মাসিক হারে কোন মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করিবার জন্য এবং ট্রাইব্যুনাল সময়ে সময়ে যেরূপ নির্দেশ দিবেন সেরূপ জ্যেষ্ঠ নাগরিককে উহা প্রদান করিবার জন্য আদেশ দিতে পারিবেন।

(২) ঐরূপ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক সর্বাধিক যে ভরণপোষণ ভাতার আদেশ প্রদত্ত হইবে তাহা রাজ্য সরকার কর্তৃক যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ হইবে, তবে উহা মাসিক দশ হাজার টাকার অধিক হইবে না।

ভাতায় পরিবর্তন।

১০। (১) ৯ ধারা অনুযায়ী ভরণপোষণ-খরচ বাবদ মাসিক ভাতা প্রদানের আদেশানুসারে ঐ ধারা অনুযায়ী মাসিক ভাতা পাইতেছেন এরূপ কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে তথ্যের মিথ্যা প্রতিরূপণ বা তথ্যের ভুল বা অবস্থান্তর প্রমাণিত হইলে ট্রাইব্যুনাল ভরণপোষণ ভাতায় যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেরূপ পরিবর্তন করিবেন।

(২) যেক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনালের নিকট প্রতীয়মান হয় যে কোন ক্ষমতাপন্ন দেওয়ানী আদালতের সিদ্ধান্তের পরিণামস্বরূপ ৯ ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত কোন আদেশ বাতিল বা রদবদল করিতে হইবে সেক্ষেত্রে উহা, ক্ষেত্রানুযায়ী, তদনুসারে ঐ আদেশ বাতিল করিবেন বা রদবদল করিবেন।

ভরণপোষণের আদেশ বলবৎকরণ।

১১। (১) ক্ষেত্রানুযায়ী, ভরণপোষণের আদেশের ও তৎসহ কার্যবাহের ব্যয় সম্পর্কিত আদেশের একটি প্রতিলিপি, ফী প্রদান ব্যতিরেকেই, ক্ষেত্রানুযায়ী, যে জ্যেষ্ঠ নাগরিক বা পিতামাতার অনুকূলে ঐ আদেশ প্রদত্ত হয় তাহাকে প্রদান করা হইবে এবং ঐরূপ আদেশ, পক্ষগণের পরিচয় সম্পর্কে এবং, ক্ষেত্রানুযায়ী, ভাতা বা প্রাপ্য ব্যয়ের অপ্রদান সম্পর্কে ট্রাইব্যুনালের প্রতীতি হইলে, ঐরূপ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক, যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে উহা কৃত হইয়াছে তিনি যথায় বসবাস করেন সেরূপ স্থানে বলবৎ করা যাইবে।

(২) এই আইন অনুযায়ী প্রদত্ত ভরণপোষণের আদেশের, ফৌজদারী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯৭৩-এর অধ্যায় ৯ অনুযায়ী প্রদত্ত আদেশের ন্যায় একই বলবত্তা ও কার্যকারিতা থাকিবে এবং উহা ঐ সংহিতায় ঐরূপ আদেশ নিষ্পাদনের জন্য যে প্রণালী বিহিত আছে সেই একই প্রণালীতে নিষ্পাদিত হইবে। ১৯৭৪-এর ২।

কতিপয় ক্ষেত্রে ভরণপোষণ সম্পর্কে ইচ্ছাধিকার।

১২। ফৌজদারী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯৭৩-এর অধ্যায় ৯-এ যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, যেক্ষেত্রে কোন জ্যেষ্ঠ নাগরিক বা পিতামাতা উক্ত অধ্যায় অনুযায়ী ভরণপোষণের অধিকারী এবং তৎসহ এই আইন অনুযায়ী ভরণপোষণের অধিকারী সেক্ষেত্রে তিনি উক্ত সংহিতার অধ্যায় ৯-এর বিধানাবলীকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া, ঐরূপ আইনদ্বয়ের যেকোনটি অনুযায়ী ঐরূপ ভরণপোষণ দাবী করিতে পারিবেন কিন্তু উভয় আইন অনুযায়ী দাবী করিতে পারিবেন না। ১৯৭৪-এর ২।

ভরণপোষণের অর্থপরিমাণ জমাকরণ।

১৩। এই অধ্যায় অনুযায়ী কোন আদেশ প্রদত্ত হইলে, যে সন্তান বা আত্মীয় ঐরূপ আদেশের শর্তানুসারে কোন অর্থপরিমাণ প্রদান করিতে অনুজ্ঞাত হন, তিনি, ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক ঐ আদেশ ঘোষণার তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে ট্রাইব্যুনাল যেরূপ নির্দেশ দিবেন সেরূপ প্রণালীতে আদিষ্ট সমগ্র অর্থপরিমাণ জমা করিবেন।

যেক্ষেত্রে কোন দাবী অনুমত হয় সেক্ষেত্রে সুদ বিনির্ণয়।

১৪। যেক্ষেত্রে কোন ট্রাইব্যুনাল এই আইন অনুযায়ী ভরণপোষণের আদেশ প্রদান করেন সেক্ষেত্রে ঐরূপ ট্রাইব্যুনাল নির্দেশ দিতে পারিবেন যে ভরণপোষণের অর্থপরিমাণ ছাড়াও, ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক যেরূপ নির্ধারিত হইবে সেরূপ যে হার পাঁচ শতাংশের কম ও আঠারো শতাংশের অধিক হইবে না সেই হারে ও সেরূপ যে তারিখ আবেদন করিবার তারিখ হইতে পূর্বতর হইবে না সেই তারিখ হইতে সরল সুদ ও প্রদত্ত হইবে:

তবে যেক্ষেত্রে ফৌজদারী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯৭৩-এর অধ্যায় ৯ অনুযায়ী ভরণপোষণের কোন আবেদন এই আইনের প্রারম্ভে কোন আদালত সমক্ষে বিচারাধীন থাকে সেক্ষেত্রে আদালত ঐ পিতামাতার অনুরোধক্রমে ঐ আবেদন প্রত্যাহারের অনুমতি দিবেন এবং ঐ পিতামাতা ট্রাইব্যুনালের সমক্ষে ভরণপোষণের আবেদন পেশ করিবার অধিকারী হইবেন। ১৯৭৪-এর ২।

আপীলী ট্রাইব্যুনাল গঠন।

১৫। (১) রাজ্য সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ট্রাইব্যুনালের আদেশের বিরুদ্ধে আপীলের শুনানীর নিমিত্ত প্রতিটি জেলার জন্য একটি করিয়া আপীলী ট্রাইব্যুনাল গঠন করিবেন।

(২) জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিম্নপদস্থ নহেন এরূপ একজন আধিকারিক আপীলী ট্রাইব্যুনালে সভাপতিত্ব করিবেন।

আপীল।

১৬। (১) কোন ট্রাইব্যুনালের আদেশে ক্ষুব্ধ, ক্ষেত্রানুযায়ী, কোন জ্যেষ্ঠ নাগরিক বা পিতামাতা, ঐ আদেশের তারিখ হইতে ষাট দিনের মধ্যে আপীলী ট্রাইব্যুনালের নিকট আপীল দায়ের করিতে পারিবেন:

তবে আপীল হইলে, যে সন্তান বা আত্মীয় ঐরূপ ভরণপোষণের আদেশের শর্তানুসারে কোন অর্থপরিমাণ প্রদান করিতে অনুজ্ঞাত হয় সেই সন্তান বা আত্মীয় আপীলী ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নির্দেশিত প্রণালীতে ঐরূপ পিতামাতাকে ঐরূপে আদিষ্ট অর্থপরিমাণ অব্যাহতভাবে প্রদান করিতে থাকিবেন:

পরন্তু, আপীলী ট্রাইব্যুনালের যদি প্রতীতি হয় যে আপীলকারী পর্যাপ্ত কারণবশতঃ যথাসময়ে আপীল দায়ের করিতে নিবারিত হইয়াছিলেন তাহাহইলে উহা উক্ত ষাট দিনের সময়সীমা অতিক্রান্ত হইবার পরেও আপীল গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(২) আপীল পাইবার পর, আপীলী ট্রাইব্যুনাল প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে নোটিস জারী করাইবেন।

(৩) যে ট্রাইব্যুনালের আদেশের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের হইয়াছে, আপীলী ট্রাইব্যুনাল তন্নিকট হইতে কার্যবাহের অভিলেখ তলব করিতে পারিবেন।

(৪) আপীলী ট্রাইব্যুনাল আপীল ও তলবকৃত অভিলেখসমূহ পরীক্ষা করিবার পর আপীল গ্রহণ করিবেন কিংবা উহা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

(৫) আপীলী ট্রাইব্যুনাল ট্রাইব্যুনালের আদেশের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত আপীল সম্পর্কে বিচার-নির্ণয় ও মীমাংসা করিবেন এবং আপীলী ট্রাইব্যুনালের আদেশ চূড়ান্ত হইবে:

তবে, উভয় পক্ষকে ব্যক্তিগতভাবে বা যথাযথরূপে প্রাধিকৃত একজন প্রতিনিধির মাধ্যমে বক্তব্য শুনাইবার কোন সুযোগ না দিয়া কোন আপীল অগ্রাহ্য করা যাইবে না।

(৬) আপীলী ট্রাইব্যুনাল আপীল পাইবার এক মাসের মধ্যে লিখিতভাবে উহার আদেশ ঘোষণা করিবার প্রচেষ্টা করিবেন।

(৭) (৫) উপধারা অনুযায়ী প্রদত্ত প্রত্যেক আদেশের একটি প্রতিলিপি বিনা খরচায় উভয় পক্ষের নিকট প্রেরিত হইবে।

বৈধিক প্রতিনিধিত্বের অধিকার।

১৭। কোন বিধিতে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, ট্রাইব্যুনাল বা আপীলী ট্রাইব্যুনালের সমক্ষে কোন কার্যবাহে কোন পক্ষের হইয়া কোন আইনজীবী প্রতিনিধিত্ব করিবেন না।

ভরণপোষণ আধিকারিক

১৮। (১) রাজ্য সরকার, জেলা সমাজ কল্যাণ আধিকারিককে বা জেলা সমাজকল্যাণ আধিকারিকের নিম্নপদস্থ নহেন যে কোন নামে অভিহিত এরূপ কোন আধিকারিককে ভরণপোষণ আধিকারিকরূপে নামোদ্দিষ্ট করিবেন।

(২) (১) উপধারায় উল্লিখিত ভরণপোষণ আধিকারিক, কোন পিতামাতা সেরূপ ইচ্ছাপ্রকাশ করিলে, ক্ষেত্রানুযায়ী, কোন ট্রাইব্যুনালের বা আপীলী ট্রাইব্যুনালের কার্যবাহ চলাকালীন তাহার প্রতিনিধিত্ব করিবেন।

অধ্যায় ৩

বৃদ্ধাবাস স্থাপন

বৃদ্ধাবাস স্থাপন।

১৯। (১) রাজ্য সরকার, উহা যেরূপ আবশ্যক গণ্য করিবেন, অভিগম্য স্থানসমূহে পর্যায়ক্রমে সেরূপ সংখ্যক বৃদ্ধাবাস স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন যাহার সূচনা প্রত্যেক জেলায় অন্তত একটি করিয়া বৃদ্ধাবাস স্থাপনের মাধ্যমে হইবে যাহাতে ঐ বৃদ্ধাবাসসমূহে যে জ্যেষ্ঠ নাগরিকগণ অভাবগ্রস্ত তাঁহাদের অন্ততঃ একশত পঞ্চাশজনকে আশ্রয়দান করা যায়।

(২) রাজ্য সরকার, বৃদ্ধাবাস পরিচালনার জন্য একটি ব্যবস্থাপন পরিকল্প বিহিত করিতে পারিবেন যাহাতে বৃদ্ধাবাস কর্তৃক ব্যবস্থিত পরিষেবার মান ও বিভিন্ন প্রকারের পরিষেবা অন্তর্ভুক্ত হইবে যাহা ঐরূপ বৃদ্ধাবাসের বাসিন্দাগণের চিকিৎসা পরিষেবা ও বিনোদন মাধ্যমের জন্য আবশ্যক।

ব্যাখ্যা।— এই ধারার প্রয়োজনে "অভাবগ্রস্ত" বলিতে এরূপ কোন জ্যেষ্ঠ নাগরিককে বুঝায় যাঁহার নিজের ভরণপোষণের জন্য রাজ্য সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে যেরূপ নির্ধারিত হইবে সেরূপ পর্যাপ্ত সঙ্গতি নাই।

অধ্যায় ৪

জ্যেষ্ঠ নাগরিকের ডাক্তারি পরিচর্যার ব্যবস্থা

জ্যেষ্ঠ নাগরিককে ডাক্তারি সাহায্য।

২০। রাজ্য সরকার ইহা সুনিশ্চিত করিবেন যাহাতে, —

(i) সরকারী হাসপাতালসমূহে বা যেসকল হাসপাতালের অর্থসংস্থান পূর্ণরূপে বা আংশিকরূপে সরকার কর্তৃক কৃত হয় সেগুলিতে যতদূর সম্ভব, সকল জ্যেষ্ঠ নাগরিকের জন্য শয্যার ব্যবস্থা রাখা হয়;

(ii) জ্যেষ্ঠ নাগরিকগণের জন্য পৃথক সারির বন্দোবস্ত করা হয়;

(iii) জ্যেষ্ঠ নাগরিকগণের জন্য পুরাতন, মারণ ও ক্ষয়কারী ব্যাধি সম্পর্কিত চিকিৎসার সুযোগসুবিধা প্রসারিত করা হয়;

(iv) পুরাতন বার্ধক্যজনিত ব্যাধি ও বয়োঃবৃদ্ধি সম্পর্কিত গবেষণা ক্রিয়াকলাপের প্রসার ঘটানো হয়;

(v) প্রত্যেক জেলা হাসপাতালে যথাযথরূপে বৃদ্ধবৃদ্ধাগণের স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন চিকিৎসা আধিকারিকের নেতৃত্বাধীনে বৃদ্ধরোগীগণের জন্য সুনির্দিষ্টরূপ সুযোগসুবিধা থাকে।

অধ্যায় ৫

জ্যেষ্ঠ নাগরিকের জীবন ও সম্পত্তির সুরক্ষা

জ্যেষ্ঠ নাগরিকের কল্যাণকল্পে প্রচার, সচেতনতাবৃদ্ধি ইত্যাদির ব্যবস্থা।

২১। রাজ্য সরকার, —

(i) এই আইনের বিধানাবলী যাহাতে নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে টেলিভিশন, রেডিও ও মুদ্রণ মাধ্যম সমেত গণমাধ্যম মারফত ব্যাপক প্রচার পায়;

(ii) পুলিশ আধিকারিক ও বিচারিক কৃত্যকের আধিকারিক সমেত কেন্দ্রীয় সরকারের ও রাজ্য সরকারের আধিকারিকগণকে যাহাতে এই আইন সংক্রান্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে পর্যাবৃত্ত সংবেদনশীলতার ও সচেতনতার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়;

(iii) জ্যেষ্ঠ নাগরিকগণের কল্যাণ সংক্রান্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে নজর দেওয়ার জন্য বিধি, স্বরাষ্ট্র বিষয়ক, স্বাস্থ্য ও কল্যাণ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক বা বিভাগগুলি কর্তৃক ব্যবস্থিত পরিষেবাসমূহের মধ্যে যাহাতে সমন্বয় সাধিত হয় এবং যাহাতে উহার পর্যাবৃত্ত পুনর্বিলোকন করা হয়

তাহা সুনিশ্চিত করিতে সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

এই আইনের বিধানাবলীর কার্যরূপায়ণের জন্য যে প্রাধিকারীগণকে বিনির্দিষ্ট করা হইবে।

২২। (১) রাজ্য সরকার, এই আইনের বিধানাবলী যাহাতে যথাযথরূপে কার্যে পরিণত হয় তাহা সুনিশ্চিত করিতে যেরূপ আবশ্যক হইবে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের উপর সেরূপ ক্ষমতাসমূহ অর্পণ ও কর্তব্যসমূহ আরোপ করিবেন এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তদধীনস্থ যে আধিকারিক ঐরূপে অর্পিত বা আরোপিত সকল বা যেকোন ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন ও সকল বা যেকোন কর্তব্য সম্পাদন করিবেন সেই আধিকারিককে এবং যথাবিহিত আধিকারিক কর্তৃক যে স্থানীয় সীমার মধ্যে ঐরূপ ক্ষমতা বা কর্তব্য পালিত হইবে তাহা বিনির্দিষ্ট করিয়া দিবেন।

(২) রাজ্য সরকার জ্যেষ্ঠ নাগরিকের জীবন ও সম্পত্তির সুরক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য একটি ব্যাপক কার্যপরিকল্পনা বিহিত করিবেন।

কোন কোন পরিস্থিতিতে সম্পত্তি হস্তান্তর বাতিল হইয়া যাইবে।

২৩। (১) যেক্ষেত্রে কোন জ্যেষ্ঠ নাগরিক এই আইনের প্রারম্ভের পর উপহারস্বরূপ বা অন্যথা তাঁহার সম্পত্তি এই শর্তসাপেক্ষে হস্তান্তরিত করেন যে হস্তান্তরগ্রহীতা হস্তান্তরকারীর জন্য ন্যূনতম সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ও ন্যূনতম বাস্তব প্রয়োজন মিটাইবার ব্যবস্থা করিবেন এবং ঐরূপ হস্তান্তরগ্রহীতা ঐরূপ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ও বাস্তব প্রয়োজন মিটাইবার ব্যবস্থা করিতে অস্বীকার করেন বা ব্যর্থ হন সেক্ষেত্রে, উক্ত সম্পত্তির হস্তান্তর প্রতারণাপূর্বক বা বলপ্রয়োগপূর্বক বা অনুচিত প্রভাবের অধীনে কৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং হস্তান্তরকারীর ইচ্ছাধিকার সাপেক্ষে ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক বাতিল বলিয়া ঘোষিত হইবে।

(২) যেক্ষেত্রে কোন জ্যেষ্ঠ নাগরিক কোন ভূসম্পত্তি হইতে ভরণপোষণ-খরচ পাইবার অধিকারী হন এবং ঐ ভূসম্পত্তি বা উহার কোন অংশ হস্তান্তরিত হইয়া যায় সেক্ষেত্রে হস্তান্তরগ্রহীতা ঐ অধিকার সম্পর্কে জ্ঞাত থাকিলে বা ঐ হস্তান্তরণ বিনামূল্যে হইলে হস্তান্তরগ্রহীতার বিরুদ্ধে ভরণপোষণ খরচ পাওয়ার অধিকার বলবৎ করা যাইবে কিন্তু হস্তান্তরণ প্রতিদানের বিনিময়ে হইলে ও অধিকার জ্ঞাত না থাকিলে হস্তান্তরগ্রহীতার বিরুদ্ধে বলবৎ করা যাইবে না।

(৩) কোন জ্যেষ্ঠ নাগরিক যদি (১) ও (২) উপধারা অনুযায়ী অধিকারসমূহ বলবৎ করিতে অসমর্থ হন তাহাহইলে ৫ ধারার (১) উপধারার ব্যাখ্যায় উল্লিখিত কোন সংগঠন কর্তৃক তৎপক্ষে ব্যবস্থা লওয়া যাইবে।

অধ্যায় ৬

অপরাধ ও বিচার প্রক্রিয়া

জ্যেষ্ঠ নাগরিককে অরক্ষিত রাখা ও পরিত্যাগ করা।

২৪। এরূপ যেকেহ যাঁহার পরিচর্যাধীনে বা সুরক্ষাধীনে কোন জ্যেষ্ঠ নাগরিক আছেন তিনি ঐরূপ জ্যেষ্ঠ নাগরিককে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে কোন স্থানে ফেলিয়া চলিয়া যান, তিনি তিন মাস পর্যন্ত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডনীয় হইবেন।

অপরাধের প্রগ্রহণ।

২৫। (১) ফৌজদারী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯৭৩-এ যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, এই আইনের অধীন প্রত্যেক অপরাধ প্রগ্রহণযোগ্য ও জামিনযোগ্য হইবে। ১৯৭৪-এর ২।

(২) এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সরাসরি ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচারকৃত হইবে।

অধ্যায় ৭

বিবিধ

আধিকারিকগণ লোককৃত্যকারী হইবেন।

২৬। এই আইন অনুযায়ী কৃত্যসমূহ নির্বাহের জন্য নিযুক্ত প্রত্যেক আধিকারিক বা কর্মিবর্গ ভারতীয় দণ্ড সংহিতা, ১৮৬০-এর ২১ ধারার অর্থের মধ্যে লোককৃত্যকারীরূপে গণ্য হইবেন। ১৮৬০-এর ৪৫।

দেওয়ানী আদালতের ক্ষেত্রাধিকার বারিত হইবে।

২৭। এই আইনের বিধানাবলী যে বিষয়ের প্রতি প্রযুক্ত হয় সেরূপ কোন বিষয় সম্পর্কে কোন দেওয়ানী আদালতের ক্ষেত্রাধিকার থাকিবে না এবং এই আইন দ্বারা বা তদনুযায়ী কৃত বা কৃত হইবার জন্য অভিপ্রেত কোন কিছু সম্পর্কে কোন দেওয়ানী আদালত কর্তৃক কোন আসেধাজ্ঞা মঞ্জুর হইবে না।

সরল বিশ্বাসে কৃত কার্যের সুরক্ষা।

২৮। এই আইন ও তদধীনে প্রণীত কোন নিয়মাবলী বা আদেশ অনুসরণক্রমে সরল বিশ্বাসে কৃত বা কৃত হইবার জন্য অভিপ্রেত কোন কিছু সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার বা স্থানীয় প্রাধিকার বা কোন সরকারী আধিকারিকের বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা, অভিযুক্তি বা অন্য বৈধিক কার্যবাহ চলিবে না।

অসুবিধা দূরীকরণের ক্ষমতা।

২৯। এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা উদ্ভূত হইলে রাজ্য সরকার সরকারী গেজেটে প্রকাশিত আদেশ দ্বারা ঐ অসুবিধা দূর করণার্থ তাঁহার নিকট যেরূপ আবশ্যক বা সঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হইবে এই আইনের বিধানাবলীর সহিত অসমঞ্জস নহে সেরূপ বিধানাবলী প্রণয়ন করিবেন:

তবে এই আইন প্রারম্ভের তারিখ হইতে দুই বৎসরের কোন সময়সীমার অবসানের পর ঐরূপ কোন আদেশ প্রদত্ত হইবে না।

কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশাবলী প্রদানের ক্ষমতা।

৩০। কেন্দ্রীয় সরকার এই আইনের বিধানাবলী কার্যে পরিণত করা সম্পর্কে রাজ্য সরকারকে নির্দেশাবলী প্রদান করিতে পারিবেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের পুনর্বিলোকন করিবার ক্ষমতা।

৩১। কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার কর্তৃক এই আইনের বিধানাবলীর কার্যরূপায়ণের অগ্রগতি সম্পর্কে, পর্যাবৃত্ত পুনর্বিলোকন ও নজরদারি করিতে পারিবেন।

রাজ্য সরকারের নিয়মাবলী প্রণয়নের ক্ষমতা।

৩২। (১) রাজ্য সরকার এই আইনের উদ্দেশ্যসমূহকে কার্যে পরিণত করিবার জন্য সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(২) পূর্বগামী ক্ষমতার ব্যাপকতাকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া ঐ নিয়মাবলীর দ্বারা নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে ব্যবস্থা করা যাইবে—

(ক) ৮ ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী যেরূপ বিহিত করা যাইবে সেরূপ নিয়মাবলী সাপেক্ষে ৫ ধারা অনুযায়ী অনুসন্ধান অনুষ্ঠিত করিবার প্রণালী;

(খ) ৮ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী অন্যান্য উদ্দেশ্যে ট্রাইব্যুনালের ক্ষমতা ও কার্যপ্রক্রিয়া;

(গ) ৯ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক যে সর্বাধিক ভরণপোষণ ভাতার আদেশ প্রদত্ত হইবে তাহা;

(ঘ) ১৯ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী বৃদ্ধাবাস পরিচালনার জন্য ব্যবস্থাপন পরিকল্পে বৃদ্ধাবাস কর্তৃক ব্যবস্থিত পরিষেবার মান ও বিভিন্ন প্রকারের পরিষেবা অন্তর্ভুক্ত হইবে যাহা ঐরূপ বৃদ্ধাবাসের বাসিন্দাগণের চিকিৎসা পরিষেবা ও বিনোদন মাধ্যমের জন্য আবশ্যক;

(ঙ) এই আইনের বিধানাবলী কার্যরূপায়ণের জন্য ২২ ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী প্রাধিকারীগণের ক্ষমতাসমূহ ও কর্তব্যসমূহ;

(চ) ২২ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী জ্যেষ্ঠ নাগরিকগণের জীবন ও সম্পত্তির সুরক্ষা প্রদানের জন্য ব্যাপক কার্য পরিকল্পনা;

(ছ) অন্য কোন বিষয় যাহা বিহিত করিতে হইবে বা বিহিত করা যাইবে।

(৩) এই আইন অনুযায়ী প্রণীত প্রত্যেক নিয়ম, প্রণীত হইবার পর যথাসম্ভব শীঘ্র , যেক্ষেত্রে কোন রাজ্য বিধানমণ্ডল দুই সদন সম্বলিত সেক্ষেত্রে ঐরূপ প্রত্যেক সদনের সমক্ষে অথবা যেক্ষেত্রে ঐরূপ বিধানমণ্ডল এক সদন সম্বলিত সেক্ষেত্রে ঐরূপ সদনের সমক্ষে স্থাপিত হইবে।